بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১৬ মে ২০২১

ইসলামাবাদ থেকে ঈদের খুতবা প্রদান করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান

"আল্লাহ্ তা'লা সকল অন্যায়-অবিচারকে নিঃশেষ করুন এবং পৃথিবীর মানুষ খোদা তা'লাকে চেনার সৌভাগ্য লাভ করুন।" - হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ১৪ মে ২০২১ টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে অবস্থিত মুবারক মসজিদে ঈদুল ফিতরের খুতবা প্রদান করেন।

হুযূর আকদাস তাঁর খুতবায় ঈদকে প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী উদযাপনের কারণ সাব্যস্ত করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, আহমদীগণ যেন রমযান মাসে তাদের কৃত পূণ্যকর্ম ভবিষ্যতেও জারি রাখার অঙ্গীকার করে।

খুতবায়, হুযূর আকদাস ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর চলমান ধারাবাহিক নৃশংসতার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণে মুসলিম বিশ্বকে একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট হিসেবে দণ্ডায়মান হওয়ার আহ্বান জানান। হুযূর আকদাস অভাবগ্রস্ত এবং অবিচারের শিকার সকল মানুষের দুর্দশা লাঘবের জন্য আহমদীদেরকে দোয়া করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

ঈদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এটি আল্লাহ্ তা'লার সীমাহীন অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে রমযান মাসের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে আজকে ঈদের দিন প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য দান করেছেন। কিন্তু, এই রমযানের উদ্দেশ্য কী ছিল? তিনি কি কেবল এটাই চেয়েছেন যে, আমরা ২৯ বা ৩০ দিন অভুক্ত থাকি, আর তারপর ঈদের আনন্দ উদযাপন করি এবং প্রচুর পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করি? বরং আমরা কেবল তখনই খোদা তা'লার এ অনুগ্রহ থেকে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবো, যখন আমরা রমযান মাসে রোযা রাখার এবং ঈদ উদযাপনের অন্তর্নিহিত প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুধাবন করবো - আর এ উদ্দেশ্য এই যে, যদি আমরা প্রকৃতপক্ষেই রমযানে ধর্মপরায়ণতার অনুশীলন করে থাকি, তবে এই রমযানে আমাদের ওপর যে

আশিসমণ্ডলী অবতীর্ণ হয়েছে, আর আমাদের মাঝে যে নেক পরিবর্তনসমূহ সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো আমাদের চিরকাল বজায় রাখতে পারা উচিত এবং তার উপর আরো অগ্রসর হওয়া উচিত।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, এক রমযান শেষ হওয়ার পর থেকেই আমাদের পরবর্তী রমযানের অপেক্ষায় থাকা উচিত এবং এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে (বিগত রমযানে) আমাদের মাঝে আনীত পবিত্র পরিবর্তনসমূহের উপর অনুশীলন অব্যাহত রাখা উচিত, যেন এর কল্যাণরাজি চিরস্থায়ী হতে পারে।"

হুযূর আকদাস উল্লেখ করেন যে, যুগের ইমাম প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর ওপর ঈমান আনা আহমদীদের মহান সৌভাগ্য, যিনি ইসলামের শিক্ষাসমূহের বিষয়ে এমনভাবে আমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন যা আমাদেরকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা অনুধাবন এবং এর ওপর সঠিকভাবে আমল করার সুযোগ করে দিয়েছে।

হুযূর আকদাস বলেন যে, মসীহ্ মওউদ (আ.) বারবার এটি স্পষ্ট করেছেন যে, খোদা তা'লা এবং মানবজাতি উভয়ের অধিকার আদায় করা একজন মুসলমানের ঈমানের মৌলিক অংশ।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যদি আমরা আন্তরিকভাবে খোদা তা'লা এবং তাঁর সৃষ্টি উভয়ের অধিকার রক্ষার বিষয়ে মনোনিবেশ করি তাহলে আমরা সফলকাম হতে পারবো এবং প্রকৃত মু'মিন বলে গণ্য হতে পারবো। বস্তুত, এ দ্বিবিধ অধিকার আদায় করার মাঝেই ইসলাম সমস্ত শিক্ষার সাকুল্য নিহিত, আর এটাই একজন প্রকৃত মু'মিনের চিহ্ন। আল্লাহ্ তা'লা এসব অধিকার আদায়ের অসংখ্য পথ আমাদেরকে দেখিয়েছেন, আর এদের মধ্যে একটি হলো রমযান মাসে রোযা রাখা, যা এই শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ্‌র পথে চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে কেউ তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। আর এরপর ঈদ আসে। ঈদের উদ্দেশ্যও কেবলমাত্র আনন্দ উদযাপন নয়, বরং এরও এক উদ্দেশ্য রয়েছে। নিশ্চিতভাবে, রমযানের আশিসমণ্ডলী কেবলমাত্র তখনই অর্জন করা সম্ভব, যখন কোন ব্যক্তি এ পবিত্র পরিবর্তনকে নিজের জীবনের এক ধারাবাহিক অংশে পরিণত করে নেয়; আর ঈদের আনন্দ কেবল তখনই অর্জিত হবে, যখন এ পরিবর্তনগুলোকে চিরদিনের জন্য নিজেদের জীবনের অংশ করে নেওয়া হবে।"

হুযূর আকদাস উল্লেখ করেন যে, আমরা খোদা তা'লাকে ভালবাসার দাবি করি, অথচ আমাদের অনুধাবন করা আবশ্যক যে, খোদা তা'লাকে প্রকৃত অর্থে ভালবাসতে হলে কোন মানের ভালবাসা প্রয়োজন।

হুযূর আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেন:

" 'খোদাকে ভালবাসা'-র অর্থ কী? এটি হল নিজ পিতা-মাতা, স্ত্রী, নিজ সত্ত্বা, এবং আর সব কিছুর ওপর আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দান করা।"

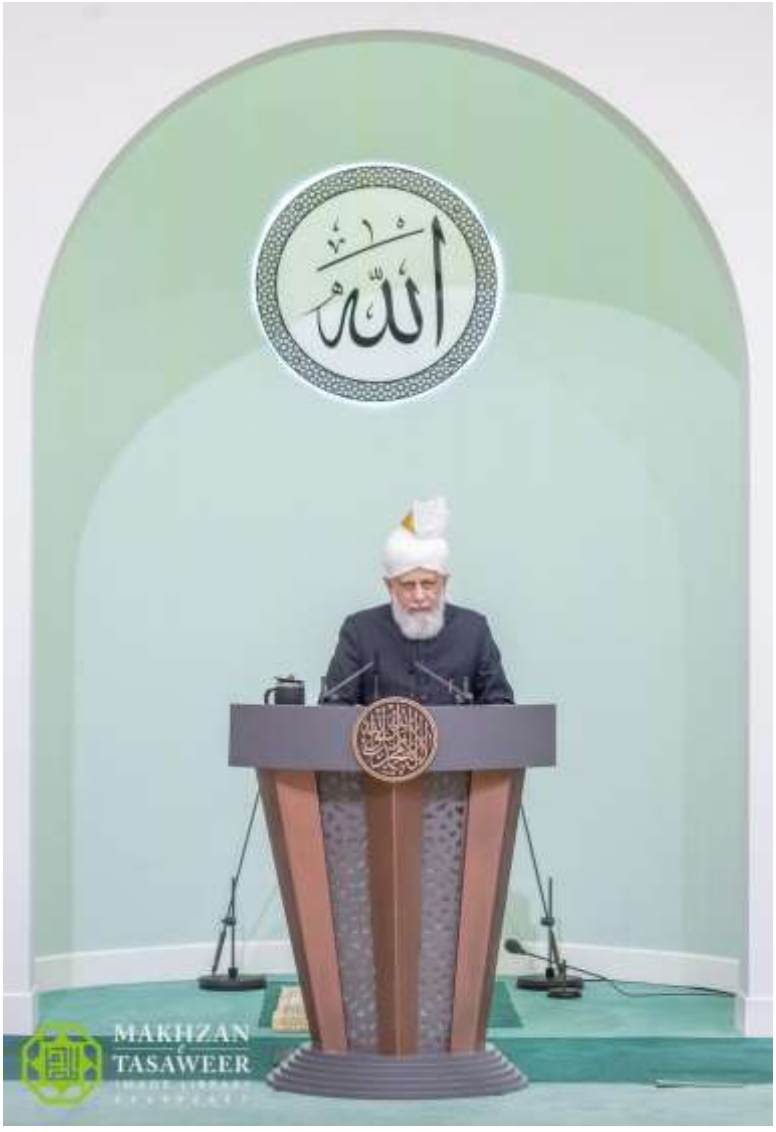

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'সর্বদা খোদাকে ভয় করো। যেকোনো কাজের পূর্বে চিন্তা করে দেখো, সেই কাজ খোদা তা'লার সন্তুষ্টি ডেকে আনবে, নাকি তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ হবে। ... দৈনিক পাঁচবার নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম আর এগুলো খোদা তা'লার অনুগ্রহ যাচনা করার জন্য একজন মুমিনের সর্বোত্তম সুযোগ।' "

হুযূর আকদাস বলেন যে, দোয়া করার সময় প্রকৃত বিনয় ও আকুতির সাথে তা করা উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতার সাথে আদায় করা পাঁচ বেলার নামায এবং অর্থের ওপর মনোনিবেশ করতে করতে পবিত্র কুরআন পাঠ করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ইবাদত আমাদের ঈদকে একটি সার্থক উদযাপনে পরিণত করবে এবং আমাদের ঈদকে চিরন্তন করবে। সুতরাং, আমরা কি এই রমযানে এমন ঈদ উদযাপনের কোনো অঙ্গীকার করেছি? যদি না করে থাকি, তবে এমন অঙ্গীকার আজ করা উচিত, যেন আমাদের নামাযকে ক্রমাগতভাবে উন্নত করতে গিয়ে, এবং পবিত্র কুরআনের শব্দাবলীর ওপর মনোনিবেশ করে আমরা আমাদের ঈদ উদযাপনকে এক চলমান উচ্ছ্বাসে পরিণত করতে পারি। আর এমন করার এটিই উপায়।"

হুযূর আকদাস অন্যের অধিকার রক্ষা করা, গরিব, অভাবগ্রস্থ এবং তুলনামূলকভাবে কম সৌভাগ্যের অধিকারীদের সাথে দয়াশীল আচরণের এবং তাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ না করার ইসলামের শিক্ষার ওপরও জোর দেন।

হুযূর আকদাস বলেন যে, আহমদীদের নিজ সম্পদ সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর সহায়তায় ব্যয় করা উচিত এবং অভাবগ্রস্তদের সহায়তা করার জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিভিন্ন উদ্যোগ এবং তহবিলে অংশগ্রহণ করা উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আহমদীগণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে একে অপরকে সহায়তা প্রদান করে থাকেন। তবে জামা’তি পর্যায়েও বঞ্চিত ও দুর্বল শ্রেণির সহায়তার জন্য বিভিন্ন তহবিল প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সামর্থ্যবানদের এসব তহবিলেও অনুদান প্রদান করা উচিত। অসুস্থদের সহায়তার জন্য একটি ফান্ড রয়েছে, আরেকটি এতীমদের জন্য, আরেকটি দরিদ্রদের জন্য, আরো একটি দরিদ্র ছাত্রদের জন্য এবং এমনই আরো কতক তহবিল রয়েছে। সুতরাং যাদের সামর্থ্য রয়েছে তাদের এগুলোতেও অংশগ্রহণের চেষ্টা করা উচিত।”

খুতবার শেষাংশে, ফিলিস্তিনে ঘটমান ভয়াবহ নৃশংসতা, অন্যায় বল প্রয়োগ এবং শেখ জার্‌রাতে তাদেরকে নিজ বাসগৃহ থেকে উচ্ছেদের ঘটনায় ফিলিস্তিনের জনগণের অধিকারের সপক্ষে আওয়াজ উত্তোলন করেন এবং তাদের জন্য দোয়া করার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । হুযূর আকদাস মুসলিম দেশগুলোকে এ নৃশংসতা ও অবিচারের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ এক ফ্রন্ট হিসেবে দণ্ডায়মান হওয়ার আহ্বান জানান।

বিশ্ব জুড়ে যারা অবিচারের শিকার তাদের সকলের জন্য হুযূর আকদাস আহমদীদের দোয়া করার আহ্বান করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“সেই সকল মানুষের জন্য দোয়া করুন যারা কষ্টে নিপতিত বাজারা অভাবগ্রস্ত যেন আল্লাহ্ তা’লা তাদের বৈধ চাহিদাসমূহ পূর্ণ করেন এবং তাদের সমস্যা দূরীভূত করেন। উপরন্তু, দোয়া করুন যেন পৃথিবীর বুক থেকে সকল প্রকার অবিচার ও নিসংসতা নির্মূল হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা’লা সকল অন্যায়-অবিচারকে নিঃশেষ করুন এবং পৃথিবীর মানুষ খোদা তা’লাকে চেনার সৌভাগ্য লাভ করুন।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“আমাদের আরও দোয়া করা উচিত যেন বিশ্বজনীন কোভিড মহামারী সমাপ্ত হয় এবং এমন পরিস্থিতির উদয় হয় যেখানে প্রকৃত শান্তি বিরাজ করে এবং বিশ্ব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়। তবে এটি কেবল তখনই ঘটবে যখন বিশ্বের মানুষ খোদা তা’লাকে চিনবে এবং যখন তারা আল্লাহ্ তা’লা ও তাঁর সৃষ্টির অধিকার আদায় করবে। আল্লাহ্ তা’লা সকল কে এমন করার সৌভাগ্য দান করুন।”

হুযূর আকদাস খুতবা শেষে দোয়া পরিচালনা করেন।

দিনের পরবর্তী অংশে হুযূর আকদাস তাঁর সাপ্তাহিক জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।